অধ্যায় ২ : অনুবাদের পদ্ধতি বিদ্যা

বিন্যাসক্রম

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

২.২ পরিচয়

২.৩ অনুবাদের বিভিন্ন প্রকার ও পদ্ধতি

- ২.৩.১ প্রকৃতি অনুসারে অনুবাদের প্রকার
- ২.৩.২ প্রক্রিয়া অনুসারে অনুবাদের প্রকার
- ২.৩.৩ ভাষিক মাধ্যম অনুসারে অনুবাদের প্রকার

২.৪ ট্রান্সলেশন (ভাষান্তর) বনাম ট্রান্সক্রিয়েশন (রূপান্তর)

- ২.৪.১ ট্রান্সলেশন এবং ট্রান্সক্রিয়েশনের পার্থক্য

২.৫ অনুবাদের সমস্যা

- ২.৫.১ ভাষাগত চ্যালেঞ্জ
- ২.৫.২ সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা
- ২.৫.৩ সাহিত্য ও কবিতার অনুবাদে সমস্যা
- ২.৫.৪ অনুবাদে সমস্যার সমাধানসমূহ

২.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

২.৭ অতিরিক্ত পঠন

২.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

২.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠে আপনি—

- অনুবাদ-সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- অনুবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রকার সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- ভাষান্তর ও রূপান্তর কী এবং এই দুই ধারার মধ্যে পার্থক্য কী সেই সম্পর্কে অবগত হবেন।
- অনুবাদের ক্ষেত্রে সম্মুখীন হতে হয় এই ধরণের সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় জানতে পারবেন।

২.২ পরিচয়

অনুবাদ একটি সৃজনশীল ও জটিল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে এক ভাষার বক্তব্য, ভাব, সংস্কৃতি এবং শৈলী অন্য ভাষায় যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়। এটি কেবল শব্দ পরিবর্তনের কাজ নয়, বরং ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও প্রেক্ষাপটগত বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে অর্থের যথাযথ রূপান্তর নিশ্চিত করার একটি শিল্প ও বিজ্ঞান।

অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ্য এবং উৎস ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্য বিচার করে উৎস পাঠের প্রকৃত বার্তা কিংবা অভিপ্রায়টি লক্ষ্য পাঠে যথাযথ প্রতিস্থাপিত করা। অনুবাদে এই প্রতিস্থাপনের পদ্ধতি কখনই একমুখী হয় না । কারণ, সার্থক অনুবাদ মূল পাঠের প্রেক্ষাপট এবং নথির অর্থকে লক্ষ্য ভাষায় রূপান্তর করার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক অনেক সাংস্কৃতিক উপাদান, আবেগ, অনুভূতিকেও যথাযথভাবে লক্ষ্যপাঠে স্থানান্তরিত করা হয় । পাঠ, ভাষা, বিষয় ইত্যাদির আধারে অনুবাদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

২.৩ অনুবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রকার

১৯৫৮সালে জে.পি. বিনয় এবং জে. ডারবেলনেট অনুবাদের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি শ্রেনিবদ্ধ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেছিলেন, যার শিরোনাম ছিল *"ফরাসি এবং ইংরেজির তুলনামূলক শৈলী: অনুবাদের জন্য একটি পদ্ধতি"* । এটি পরবর্তীতে আধুনিক বহুভাষিক অনুবাদ কৌশলের ভিত্তি হয়ে ওঠে। অনুবাদ কৌশল মূলত অনুবাদের বিষয় এবং তার উপাদানের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যদিও অনুবাদের প্রকারভেদ এক অত্যন্ত জটিল এবং বিস্তৃত প্রক্রিয়া তবুও বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে অনুবাদকে যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা হয়ে থাকে তার মধ্যে প্রধান তিনটি ভাগ রয়েছে।

২.৩.১ প্রকৃতি অনুসারে অনুবাদের প্রকার

অনুবাদের প্রকৃতি অনুসারে অনুবাদকর্মকে মূলত দুই প্রকারে ভাগ করা রয়েছে। আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ। কেউ কেউ আবার মূলানুগ ও স্বাধীন এই দু'টি পারিভাষিক শব্দও ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া রয়েছে কবিতা অনুবাদ।

- **আক্ষরিক অনুবাদ:**

আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে অনুবাদের এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে প্রতিটি শব্দকে আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করা হয়। দুটি ভাষার ব্যাকরণগত পার্থক্যের ফলে শব্দানুবাদে অনেক সময় অর্থহীন বাক্য তৈরি হয়। বাক্যের অন্তর্নিহিত ভাব এবং ব্যঞ্জনা উপেক্ষা করে শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এই বলে

ধরণের অনুবাদ মূলত আইন, বিজ্ঞান,গণিত, প্রযুক্তি বিষয়ক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের রীতি গ্রহণযোগ্য নয় ।এই ধরণের অনুবাদে শব্দের ক্রম এবং উৎস পাঠের ব্যাকরণগত কাঠামো সংরক্ষিত করে শব্দগুলিকে তাদের সাধারণ অর্থ অনুসারে অনুবাদ করা হয়।এই ধরণের পদ্ধতি সাধারণত অনুবাদের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ব্যাবহার করা হয়। আক্ষরিক অনুবাদে শব্দগুচ্ছ বা বাক্যে শব্দগুলি কীভাবে একত্রে ব্যবহৃত হয় তা বিশ্লেষণ করা হয় না। শুধুমাত্র শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে অনুবাদ সম্পন্ন করা হয় ।যেমন, ওয়াল্ট হুইটম্যানের ' I saw in Luisiana a live oak growing' কবিতাটির যে অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন সেটি ছিল সম্পূর্ণ আক্ষরিক অনুবাদ। তিনি বাংলা অনুবাদে কবিতাটির নামকরণ করেছিলেন "লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠছে।"

- **ভাবানুবাদ:**

ভাবানুবাদ হচ্ছে ভাব অনুসারী অনুবাদ । এই ধরণের অনুবাদে উদ্দিষ্ট পাঠসম্পূর্ণ মূল পাঠের অনুসারী হয় না । পাঠের মূল ভাষার শৈলী, বিষয়বস্তু ও বক্তব্য অক্ষুন্ন রেখে ভাষান্তর প্রক্রিয়াটি করা হয়ে থাকে। অনুবাদের প্রতিটি শব্দের প্রত্যক্ষ অনুবাদ না করে অনুবাদক মূল পাঠের ভাবটিকে গ্রহন বর্জন এবং পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে রূপান্তর করে থাকেন। উৎসপাঠ এবং উদ্দিষ্ট পাঠের ভাষা এবং সংস্কৃতির মধ্যে ব্যব্যধান বেশি থাকলে এবং সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ কৌশল ব্যবহার করা হয়। এই ধরণের অনুবাদে মূল পাঠের কাঠামোগত বাহ্যিক সমস্ত সাজসজ্জা পরিহার করে শুধুমাত্র পাঠের নির্যাসটুকুকে নতুন আঙ্গিকে, নতুন স্থান কাল ভাষায় প্রতিস্থাপিত করা হয় । এই ধরণের অনুবাদে মূলপাঠের অবিকল অনুবাদ করা হয় না ভাষান্তরের মধ্য দিয়ে অনুবাদক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মূল বক্তব্যের পুনর্লিখন করেন । প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতে রচিত রামায়ণ, মহাভারত, এবং ভাগবত অনুবাদের বেশিরভাগই ভাবানুবাদ।

- **ছায়ানুবাদ:**

ছায়ানুবাদে মূলত উৎস পাঠের মূল ভাব,বার্তা কিংবা অভিপ্রায়টুকুর সামগ্রিক প্রভাবকে প্রাধান্য দিয়ে অনুবাদক করে থাকেন। এই ধরণের অনুবাদে পুনর্লিখন প্রক্রিয়ায় অনুবাদকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। অনুবাদক মূল পাঠের বক্তব্য এবং আবেগকে নিজস্ব শৈলীতে লক্ষ্যপাঠে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

- **রূপান্তর:**

Transformation অথবা রূপান্তর শব্দটি সধারণত রূপ পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে । অনুবাদের ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যঞ্জনা একই থাকলেও রূপান্তরকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাষাগত রূপান্তর এবং সাহিত্যিক রূপান্তর।

ভাষাগত রূপান্তর: অনুবাদক যখন দুটি ভিন্ন ভাষার পাঠের মধ্যে ছায়ানুবাদ করেন তখন সেটিকে ভাষাগত রূপান্তর বলা হয়ে থাকে। এই ধরণের অনুবাদে মূল পাঠের ভাব এবং অর্থকে যথাযথ রেখে ভাষার পাশাপাশি প্রকাশ ভঙ্গীর কাঠামোটিও পরিবর্তিত হয়ে যায় । যেমন ইংরেজি " Can you give me a hand" এই বাক্যটির আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ "তুমি কি আমাকে একটা হাত দিতে পার?" বাক্যটির কোনো অর্থ হয় না । সেক্ষেত্রে অনুবাদক রূপান্তরের আশ্রয় নিয়ে অনুবাদ করতে পারেন , " তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে ?"

সাহিত্যিক রূপান্তর: গল্প উপন্যাস ইত্যাদিকে যখন সেগুলির নিজস্ব মাধ্যম পরিবর্তন করে অন্য মাধ্যবমে পুনঃসৃষ্টি করা হয় তখন তাকে সাহিত্যক রূপান্তর বলা হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পূজারিণী কবিতাটির রূপান্তর করেছিলন নটীর পূজা নাটকে।

২.৩.৩ প্রক্রিয়া অনুসারে অনুবাদের প্রকার

প্রক্রিয়াগত দিক থেকে অনুবাদকে মূলত পাঠধর্মী অনুবাদ এবং প্রভাবধর্মী অনুবাদ এই দু"টি ভাগে ভাগ করা যায় ।

পাঠধর্মী অনুবাদঃ এই ধরণের অনুবাদে কথন শৈলীর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে । মূল পাঠের ভাষার বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণ করে অন্তর্নিহিত অর্থটি অনুবাদ করা হয় । অনুবাদক উৎস পাঠ বহির্ভূত কোনো কিছু সংযোজন করেন না। আইন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক পাঠ অনুবাদে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে ।

প্রভাবধর্মী অনুবাদঃ এই ধরণের অনুবাদে উৎস পাঠের প্রভাবকে অনুবাদের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে । মূল পাঠের সমতুল্য প্রভাব লক্ষ্য পাঠে সৃষ্টিতেই অনুবাদক প্রভাবধর্মী অনুবাদে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

২.৩.৩ ভাষিক মাধ্যম অনুসারে অনুবাদের প্রকার

আন্তঃভাষা অনুবাদ: যে সমস্ত অনুবাদে একই ভাষাতে যখন শুধুনমাত্র ভিন্ন শৈলী এবং প্রতিশব্দ ব্যবহার করে উৎস পাঠের পুনর্লিখন করা হয় সেই সমস্ত অনুবাদকে আন্তঃভাষা অনুবাদ বলা হয় । বাক্যের ব্যাখ্যা, পুনর্গঠন,সংস্কার এই সমস্ত কিছুই এই অনুবাদ প্রক্রিয়ার অংশ। অর্থাৎ এই ধরণের অনুবাদে কোনও শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য সেই একই ভাষার শব্দই ব্যবহার করা হয়। যেমন, সংস্কৃত গ্রন্থের ব্যাখ্যা, টীকা ইত্যাদি । কোনো ভাষায় রচিত কবিতা কিংবা নাটককে যখন সেই একই ভাষায় গদ্যে রূপান্তরিত করা হয় তখন সেইগুলিকে আন্তঃভাষিক অনুবাদের পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে। । উদাহরণ স্বরূপ , চার্লস ল্যাম্ব কৃত সেক্সপীয়রের নাটকের একই ভাষায় গদ্য অনুবাদ ।

অন্তর্ভাষিক অনুবাদ : অন্তর্ভাষিক অনুবাদ বলতে, এক ভাষার লেখা কোনও পাঠ-কে অন্য ভাষায় অনুবাদ করাকে বোঝায়। এই ধরণের অনুবাদে উৎস পাঠ এবং লক্ষ্য পাঠের ভাষা আলাদা হয়ে থাকে। যেমন কৃত্তিবাস মূল সংস্কৃত রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেছেন।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। প্রকৃতি অনুসারে অনুবাদকে কী কী ভাগে ভাগ করা যায় আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

২.৪ ট্রান্সলেশন (ভাষান্তর) বনাম ট্রান্সক্রিয়েশন (রূপান্তর)

অনুবাদতত্ত্বে অনুবাদকর্মকে মূলত প্রধান দুটি ভাগ করা হয়েছে ।

- **ট্রান্সলেশন (ভাষান্তর)**
- **ট্রান্সক্রিয়েশন (রূপান্তর)**

ট্রান্সলেশন (ভাষান্তর) :

মূল ভাষা থেকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় অন্য ভাষায় অনুবাদ প্রক্রিয়া হচ্ছে ভাষান্তর, আক্ষরিক অনুবাদ কিংবা ট্রান্সলেশন। এই ধরণের অনুবাদে শব্দ, বাক্য, পরিচ্ছদ যথসম্ভব মূলানুগ হয়ে থাকে।

ট্রান্সক্রিয়েশন (রূপান্তর):

ট্রান্সক্রিয়েশন অনুবাদের বাইরেও আবেগগত ও সাংস্কৃতিক প্রভাব তৈরির জন্য সৃজনশীলভাবে বিষয়বস্তুকে অভিযোজিত করে। এই ধরণের অনুবাদে মূল পাঠের অভিপ্রায় এবং প্রেক্ষাপট সংরক্ষণ করে, অভিব্যক্তির পুনর্লিখন করা হয়ে থাকে।

২. ৪.১ ট্রান্সলেশন এবং ট্রান্সক্রিয়েশনের পার্থক্য

আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদের পার্থক্য

ক্ষেত্র	ট্রান্সলেশন	ট্রান্সক্রিয়েশন
উদ্দেশ্য	শব্দের অর্থগত নির্ভুলতা নিশ্চিত করে মূল বিষয়বস্তুকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করা ।	মূল পাঠের আবেগ, সাংস্কৃতিক পরিসর এবং প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তুকে লক্ষ্য পাঠে অভিযোজিত করা।

পরিকাঠামো	মূল পাঠের কাঠামোটিকে যথাসম্ভব রক্ষা করা।	মূল পাঠের বক্তব্য এবং আবেগ অক্ষুন্ন রেখে নতুন ভাষা নতুন ভঙ্গীতে উপস্থাপন করা ।
পদ্ধতি	অনুবাদ সরাসরি শব্দ বা অর্থ-ভিত্তিক পরিবর্তন করে	কনটেন্টকে পুনর্লিখন করে যাতে এটি সাংস্কৃতিক ও আবেগগতভাবে আরও প্রভাবশালী হয়।
সৃজনশীল স্বাধীনতা	অনুবাদকের সৃজনশীল স্বাধীনতা সীমিত। অনুবাদকের লক্ষ্য থাকে শুধুমাত্র মূল পাঠের অখণ্ডতা বজায় রাখা, এবং বিষয়বস্তু স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা	অনুবাদকের সৃজনশীল স্বাধীনতা থাকে। মূল পাঠের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সাথে মানানসই বিষয়বস্তু পুনর্কল্পনা করার ক্ষেত্রে অনুবাদক স্বাধীন থাকেন।
ব্যবহারের ক্ষেত্রে	বিষয়বস্তুর নির্ভুলতা যেসব ক্ষেত্রে অপরিহার্য। যেমন, কারিগরি ম্যানুয়াল, আইনি নথি, চিকিৎসা সংক্রান্ত পাঠ্য, একাডেমিক কাগজপত্র ।	যেসব ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন সাহিত্য, বিপণন প্রচার, ব্র্যান্ড স্লোগান, ট্যাগলাইন, বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য সৃজনশীল সামগ্রীর জন্য আদর্শ।
সাংস্কৃতিক অভিযোজন	ন্যূনতম সাংস্কৃতিক অভিযোজনে ভাষার নির্ভুলতার উপর জোর দেওয়া হয়।।	বাগধারা, হাস্যরস, চিত্রকল্প ইত্যাদির সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অভিযোজনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

☑ অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

২। ট্রান্সলেশন এবং ট্রান্সক্রিয়েশনের মধ্যে পার্থক্যগুলো লিখুন। (২০০শব্দে মধ্যে)

২.৫ অনুবাদের সমস্যা ও সমাধান

অনুবাদ একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা শুধু একটি ভাষার শব্দকে অন্য ভাষায় প্রতিস্থাপন করার চেয়েও বেশি কিছু। অনুবাদ করার সময় ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, এবং বৈশিষ্ট্যগত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। যে কোনো পাঠ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদে অনুবাদককে নানা ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । এখানে অনুবাদের প্রধান কিছু কঠিন দিক তুলে ধরা হলো,

২.৫.১ ভাষাগত সমস্যা

- **বাগধারা ও রূপক অভিব্যক্তি**

অনেক সময় শব্দ বা বাক্যাংশের সঠিক অর্থ অন্য ভাষায় সরাসরি অনুবাদ করা সম্ভব হয় না। বাগধারা বা রূপক গুলো শব্দে শব্দে অনুবাদ করলে তাদের আসল অর্থএবং প্রভাব হারিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে

পারে। যেমন, ইংরেজি "*Its raining cats and dogs"* এর সঠিক বাংলা অনুবাদ হবে "মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদে একটা অর্থহীন বাক্যের সৃষ্টি হবে "এটা বৃষ্টি হচ্ছে কুকুর বিড়াল।

- **ব্যাকরণ ও বাক্য গঠনের পার্থক্য**

বিভিন্ন ভাষার বাক্য গঠনের ব্যাকরণগত কাঠামো আলাদা হয়, যা সরাসরি অনুবাদকে কঠিন করে তোলে। ইংরেজিতে **Subject-Verb-Object (SVO)** গঠন অনুসরণ করা হয়, যেখানে কিছু ভাষা **Subject-Object-Verb (SOV)** অনুসরণ করে। এই পার্থক্যের জন্য অনেকসময় অনুবাদে সমস্যা দেখা দেয় । যেমন বাংলা বাক্য "আমি ভাত খাই" (SOV) ইংরেজি অনুবাদে "I rice eat" (SOV) এর পরিবর্তে "I eat rice "অর্থাৎ SVO বিন্যাসে অনুবাদ করতে হবে।

- একই শব্দের একাধিক অর্থ (Polysemy)

  কিছু শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে, যা ভুল অনুবাদের কারণ হতে পারে। সঠিক অর্থের শব্দ চয়নে অনেকসময় সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।সেক্ষেত্রে অশুদ্ধ প্রতিশব্দের ব্যবহার অনেক সময় বিভ্রান্তিকর হয়ে যায়। যেমন, ইংরেজি *"Bank"* শব্দটি কোষাগার এবং নদীর তীর দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

২.৫.২ সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা

সাংস্কৃতিক পার্থক্য

বিভিন্ন সংস্কৃতির নিজস্ব অভিব্যক্তি, ঐতিহ্য এবং প্রসঙ্গ থাকে, যা অন্য ভাষায় হুবহু প্রকাশ করা কঠিন। একটি নির্দিষ্ট উৎসব বা রীতির প্রসঙ্গ ও সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতা অন্য ভাষায় সরাসরি অনুবাদে অনুবাদককে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, বাংলা 'পান্তা ভাত' শব্দ ইংরেজিতে 'Fermented rice soaked in water' অনুবাদে খাবারের প্রকৃতি বোঝালেও, বাংলার 'পান্তা ভাত' যে কৃষকশ্রেণির ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত, তা প্রকাশ করে না।

ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রসঙ্গ

ঐতিহাসিক বা ধর্মীয় বাক্যের অনুবাদ বিশেষভাবে সংবেদনশীল হয়ে থাকে । কারণ এখানে সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, ব্যাখা অনুভূতির সূক্ষ্মতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভুল ব্যাখ্যা কিংবা ভুল অনুবাদ বিভ্রান্তি, বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে । যেমন, "Christopher Columbus discovered America." ইংরেজি এই বাক্যেটি এভাবে অনুবাদ করা যায় "ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন।" এখানে "Discovered" শব্দটির অর্থ এমন বোঝায় যেন আমেরিকার অস্তিত্ব আগে ছিল না, অথচ আদিবাসীরা সেখানে বহু বছর ধরে বসবাস করছিল। বিকল্প অনুবাদে এভাবে বিষয়টি পরিষ্কার বলা যায় "ক্রিস্টোফার কলম্বাস ইউরোপের জন্য আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। "Jihad" শব্দটি অনেক সময় "Holy War" (পবিত্র যুদ্ধ) হিসেবে অনুবাদ করা হয়, যা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে,

"Jihad" অর্থ আত্মসংযম, আত্ম উন্নতি বা ধর্মের জন্য সংগ্রাম। তাই নিরপেক্ষ অনুবাদে "জিহাদ মানে আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম" হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২.৫.৩ সাহিত্য ও কবিতার অনুবাদে সমস্যা

ছন্দ ও তালে পরিবর্তন:

কবিতা ও সাহিত্যে নির্দিষ্ট ছন্দ ও অন্ত্যমিল থাকে, যা অন্য ভাষায় বজায় রাখা কঠিন। কারণ অর্থ ছন্দ এবং অন্ত্যমিল বজায় রেখে অন্য ভাষান্ত্র অনেক ময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন—

"আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।"

কবিতাটি অর্থ যথার্থ রেখে—

"Our small river moves in curves,
In summer, the water is knee-deep."

এরকম অনুবাদ করলে ছন্দ হারিয়ে যায়। কবিতা অনুবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে এক চিঠিতে লিখেন—

"বিদেশী ভাষায় উচ্চ শ্রেণির কাব্যগুলিকে পদ্যে অনুবাদ করার চেষ্টা বর্জনীয় বলে আমি মনে করি। কবিতায় একদিকে ভাবার্থ, আর এক দিকে ধ্বনির ইন্দ্রজাল। ভাবার্থকে ভাষান্তরিত করা চলে কিন্তু মোহকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় কোনোমতেই চালান করা যায় না। চেষ্টা করতে গেলে ভাবার্থের প্রতিও জুলুম করা হয়।"

প্রতীকী ভাষা

অনেক সময় প্রতীকী অর্থভেদ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা কঠিন হয়ে যায়। প্রতীকী ভাষা (Figurative Language) অনুবাদ করা কঠিন, কারণ এতে রূপক (metaphor), উপমা (simile), প্রতীক (symbolism), অলংকার (literary devices) ইত্যাদি থাকে, যা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সরাসরি অনুবাদ করলে অর্থ হারিয়ে যেতে পারে বা ভুল ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারে। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

রূপকে-অনুবাদ সমস্যা: বাংলায় "সে সাপের পাঁচ পা দেখেছে।" বাক্যটির আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ: "He has seen five legs of a snake." সম্পূর্ণ অর্থহীন।

উপমা-অনুবাদ সমস্যা:

"সে মাটির মানুষ।" অর্থাৎ সে খুব সাধারণ ও বিনয়ী। এই বাক্যটি ইংরেজি অনুবাদ 'He is a soil man." বাক্যটি মূলের অর্থবহ হয়ে ওঠে না ।

প্রতীক-অনুবাদ সমস্যা:

"An Owl is a symbol of wisdom" অর্থাৎ পেঁচা জ্ঞানের প্রতীক। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে পেঁচাকে জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে বিশ্বাস করা হলেও বাংলায় বোকার প্রতীক হিসেবে পেঁচার ব্যবহার রয়েছে।

একাধারে মূলানুগত্য এবং নান্দনিকতা রক্ষার সমস্যা:

সাহিত্য অনুবাদের ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট পাঠে একই সঙ্গে মূলানুগত্য এবং পাঠ-সৌন্দর্য রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। বিভিন্ন তাত্ত্বিকরাও এই ব্যাপারে সহমত পোষণ করেছেন যে এই দুইয়ের যথাযথ সমন্বয় অনুবাদে প্রায় অসম্ভব। উদ্দিষ্টপাঠের নান্দনিকতা স্বচ্ছন্দ রাখতে কিছুটা হলেও উৎস পাঠের শৃঙ্খলামুক্ত হতে হবে অনুবাদককে।

২.৫.৪ অনুবাদে সমস্যার সমাধানসমূহ

সার্থক অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদককে এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যে সমস্যাগুলি পাঠকের রসাস্বাদনের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে । সমস্ত সস্যার যথাযথ সমাধান সূত্র প্রয়োগ করা ছাড়াও অনুবাদক তাঁর অনুবাদ প্রক্রিয়ায় কিছু সাধারণ বিষয় লক্ষ্য রাখলে সমস্যা অনেকটাই লাঘব হতে পারে। যেমন—

- বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদে মুল পাঠের স্থান-কাল এবং রুচিগত পার্থক্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা। কারণ বিভিন্ন দেশের বিশ্বাস ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রেই পরিষ্পর বিরোধী হয়ে থাকে । সে ক্ষেত্রে পরিমার্জনে অনুবাদকের যত্নশীল হতে হবে এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী শব্দ নির্বাচন করা উচিত।
- মূল রচনার স্থান এবং ব্যক্তিনামের পরিবর্তন হতেই পারে কিন্তু অবশ্যই সেগুলি উৎস পাঠের প্রাসঙ্গিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করে সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে ।
- উৎস পাঠের উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে উদ্দিষ্টপাঠে সঞ্চারিত করাই প্রথম এবং মুখ্য দায়িত্ব হিসেবে অনুবাদককে গ্রহণ করতে হবে।
- কবিতার ক্ষেত্রে কখনো অনুবাদ সরাসরি না করে অর্থ ও ছন্দের মধ্যে ভারসাম্য রেখে রূপান্তর কর তে হবে।

মূলত অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যা অতিক্রম করে সার্থকতার পেছনে যে বিষয়টি সব থেকে বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করে সেটি হচ্ছে মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের মধ্যে প্রকাশভাবনার সাজুয্যতা।

প্রসঙ্গ অনুযায়ী অনুবাদ করা

- শব্দ-প্রতিশব্দ অনুবাদের পরিবর্তে বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য বজায় রাখা উচিত।

সাংস্কৃতিক অভিযোজন (Localization)

- অনুবাদ এমনভাবে করতে হবে যাতে এটি লক্ষ্য ভাষার সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া

- আইনি, চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত অনুবাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা নেওয়া উচিত।

বাগধারাগুলোর প্রতিস্থাপন করা

- আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে, লক্ষ্য ভাষায় সমান অর্থপূর্ণ বাগধারা খুঁজে নেওয়া উচিত।

ব্যাকরণগত গঠন সংরক্ষণ করা

- ভাষার নিয়ম অনুযায়ী বাক্য গঠন সামঞ্জস্যপূর্ণ করা দরকার।

পরিভাষা ও শব্দকোষ ব্যবহার করা

- বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গৃহীত নির্দিষ্ট পরিভাষা ব্যবহার করা উচিত, যাতে সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

ব্যাক অনুবাদ (Back Translation) করা

- অনুবাদিত পাঠকে আবার মূল ভাষায় অনুবাদ করে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে যাতে ভুল ধরা পড়ে।

অনুবাদ একটি জটিল কাজ হলেও এটি ভাষাগত সেতু গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সঠিক কৌশল, সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া ও পেশাদার দক্ষতার মাধ্যমে অনুবাদের সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে সমাধান করা সম্ভব।

অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

৩। অনুবাদের মূল সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন। (২০০শব্দের মধ্যে)

২.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- অনুবাদকে মূলত প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ভাষান্তর (ট্রান্সলেশন) এবং রূপান্তর (ট্রান্সক্রিয়েশন)
- মূল বিষয়ের অভীষ্ট লক্ষ্যের উপর অনুবাদের পদ্ধতি নির্ভর করে ।
- অনুবাদের সময় মূল পাঠের সাংস্কৃতিক অনুসঙ্গগুলি অন্য ভাষায় অনুবাদে সামঞ্জস্য রক্ষা জরুরি।
- সার্থক অনুবাদ শুধু ভাষান্তর পদ্ধতি নয়, মূল পাঠের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিসরের সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগের মাধ্যম স্বরূপ।
- সাহিত্য অনুবাদের ক্ষেত্রে রূপান্তর উৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

২.৭. অতিরিক্ত পঠন

1. চক্রবর্তী, সুমিতা (২০০১); অনুবাদের তত্ত্ব অনুবাদকের মন; কলকাতা : আশাদীপ
2. মহন্ত বেজবরুয়া (২০০০); অনুবাদ : তত্ত্ব আরু প্রয়োগ; গুয়াহাটি : বনলতা

২.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। প্রক্রিয়াগত দিক থেকে অনুবাদকে মূলত পাঠধর্মী অনুবাদ এবং প্রভাবধর্মী অনুবাদ এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। .....এই ধরণের অনুবাদে কথন শৈলীর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে । মূল পাঠের ভাষার বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণ করে অন্তর্নিহিত অর্থটি অনুবাদ করা হয় । অনুবাদক উৎস পাঠ বহির্ভূত

কোনো কিছু সংযোজন করেন না। আইন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক পাঠ অনুবাদে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ২.৩.৩ অংশ)

২। শব্দের অর্থগত নির্ভুলতা নিশ্চিত করে মূল বিষয়বস্তুকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করা। ..... মূল পাঠের আবেগ, সাংস্কৃতিক পরিসর এবং প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তুকে লক্ষ্য পাঠে অভিযোজিত করা।.....এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ২.৪.১ অংশ)

৩। সার্থক অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদককে এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যে সমস্যাগুলি পাঠকের রসাস্বাদনের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে । সমস্ত সমস্যার যথাযথ সমাধান সূত্র প্রয়োগ করা ছাড়াও অনুবাদক তাঁর অনুবাদ প্রক্রিয়ায় কিছু সাধারণ বিষয় লক্ষ্য রাখলে সমস্যা অনেকটাই লাঘব হতে পারে।..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ২.৫.৪ অংশ)

? ২.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। অনুবাদের বিভিন্ন প্রকার ও পদ্ধতি সম্পর্কে লিখুন।
২। প্রকৃতি অনুসারে অনুবাদের প্রকার সম্পর্কে লিখুন।
৩। প্রক্রিয়া অনুসারে অনুবাদের প্রকার সম্পর্কে লিখুন।
৪। ভাষিক মাধ্যম অনুসারে অনুবাদের প্রকার সম্পর্কে লিখুন।
৫। ট্রান্সলেশন (ভাষান্তর) বনাম ট্রান্সক্রিয়েশন (রূপান্তর) সম্পর্কে লিখুন।
৬। ট্রান্সলেশন এবং ট্রান্সক্রিয়েশনের পার্থক্য সম্পর্কে লিখুন।
৭। অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে লিখুন।
৮। ভাষাগত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে লিখুন।
৯। সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে লিখুন।
১০। সাহিত্য ও কবিতার অনুবাদে সমস্যা সম্পর্কে লিখুন।
১১। অনুবাদে সমস্যার সমাধানসমূহ সম্পর্কে লিখুন।

*** *** ***